চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২০ ফেব্রুয়ারি'২০২৩খ্রি.

প্রধানমন্ত্রীকে বই উপহার দিলেন চসিক মেয়র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিজের লেখা ছাত্রলীগ: ষাটের দশকে চট্টগ্রাম বইটি উপহার দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। রোববার গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকালে এ বইটি হস্তান্তর করেন মেয়র।॥

২০১৬ সালে প্রকাশিত এ বইয়ে ২৯১ জন ছাত্রলীগ নেতার ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত স্থান পায়। বইয়ে ছাত্রলীগের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর নামকরণ, বাংলাদেশের অভ্যুয়ের ইতিহাস তুলে ধরা হয়। শেষ পর্বে ছিল স্মৃতিচারণা। বইটিতে বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ষাটের দশক থেকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের সংগ্রাম থেকে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলো সে বিবরণ তুলে এনেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

চান্দগাঁও এ শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা অনুষ্ঠানে মেয়র
শহীদ দিবস ও শহীদ মিনার বাঙালি জাতির আবেগ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক

শহীদ দিবস ও শহীদ মিনার বাঙালি জাতির আবেগ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ দর্শনের বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটে, যা পর্যায়ক্রমে স্বাধীকার আন্দোলন এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তার অভ্যুদয় ঘটায়। এ কারণে শহীদ দিবস ও শহীদ মিনার আমাদের আবেগের জায়গা। এখান থেকে আমরা বার বার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাই। তাই এটা প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পবিত্র তীর্থকেন্দ্র। আমাদের সংস্কৃতি চর্চার বিকাশের সাথেও এর নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের যে নবতরঙ্গের সূচনা করেছেন তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই ভাষার মাসে তা রুখে দাঁড়াতে বাঙালিকে আরো বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার শক্তি অর্জন করতে হবে। মেয়র বলেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে গিয়েছে তাদের নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবেগের বিষয়। যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সঠিকভাবে হৃদয়ে ধারণ করে তারাই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। তিনি চান্দগাঁও থানা এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা বাস্তবায়নে শহীদ মিনার স্থাপনের পরিকল্পনাকারি কাউন্সিলর এসরারুল হক ও অর্থ সহায়তাকারী দানবীর সুকুমার চৌধুরীকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। আজ সোমবার সকালে ৪নং চান্দগাঁও ওয়ার্ড প্রাঙ্গণে এই শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

ওয়ার্ড কাউন্সিলর এসরারুল হকের সভাপতিত্বে ও মাহফুজুর রহমান মানিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট দানবীর ও শিক্ষানুরাগী সুকুমার চৌধুরী। আরও বক্তব্য রাখেন চান্দগাঁও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদ নূরু,সংবর্ধিত বীর মুক্তিযোদ্ধা এড.আবুল বাশার সিকদার,আলহাজ্ব মো.জামাল উদ্দিন, সৈয়দ মোহাম্মদ ইমরান, মো.কুতুবউদ্দিন চৌধুরী, কাজী নুরুল আমিন প্রমুখ।

মেয়র আরও বলেন, নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে খালি জায়গা পাওয়া গেলে প্রতিটি ওয়ার্ডে শিশু পার্ক, খেলার মাঠ তৈরি করে দেয়া হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের উন্নয়নে আন্তরিক বিধায় এই চট্টগ্রামের ফুটওভার ব্রিজ ও রাস্তাঘাট সংস্কারে দুই হাজার পাঁচশত কোটি টাকা ও বারই পাড়া খালের জন্য তেরশত কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। তিনি শহীদ মিনারের পাশে উম্মুক্ত মঞ্চ ও স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের ঘোষণা দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ৬জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের আয়োজনে মহিলা কলেজে বই বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র
বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়ুন, তাঁর আদর্শে দেশ গড়ুন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে সোনার বাংলা গড়ার লড়াইয়ে সামিল হতে শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরী। আজ সোমবার সকালে

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র আয়োজিত এনায়েত বাজারস্থ মহিলা কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের বই বিতরণ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র শিক্ষার্থীদের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি তুলে দেন।

তিনি বলেন, পাঠ্য পুস্তক পড়ে ভাল ফলাফল করা যায় কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে বড় মানুষদের আত্মজীবনী পড়তে হবে। সমগ্র বিশ্বে একমাত্র বাঙালিই এমন একটি গর্বিত জাতি যারা মায়ের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলো। সকল জাতিই চায় মাতৃভাষার স্বীকৃতি। তাই বিশ্বসভায় ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা বাঙালির একটি মহতী অর্জন। তিনি বলেন, সমাজে যারা ভালো কাজ করে তাদের আমরা ভুলে যাই কিন্তু প্রকৃতি তাদের ভুলেনা। শিক্ষার্থীদের উচিৎ বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়ে জ্ঞান অর্জন করে কর্মজীবনে দেশ গড়ার কাজে লাগাতে হবে। তিনি শিক্ষক ও অভিভাবকদের ছেলে-মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনানোর আহ্বান জানান এবং শিক্ষার্থীদের অমর একুশে বইমেলায় গিয়ে বই কিনতে বলেন।

কলেজের অধ্যক্ষ সোহানা শারমিন তালুকদারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর। এতে আরও বক্তব্য রাখেন কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য রাশেদ মনোয়ার, জামসেদুল আলম চৌধুরী ও উপাধ্যক্ষ ইলোরা ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মিনার মনসুর বলেন, বড় বড় জ্ঞানী গুণী ও মনিষীদের মতো হতে চাইলে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি অন্য বই পড়তে হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি অন্য বই পড়তে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। অনুষ্ঠানে মিনার মনসুর তাঁর নিজের লেখা 'বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব: স্বপ্ন ও স্বরূপ' এবং বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই দুটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরীকে উপহার দেন।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা-মেয়র

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় বলে মন্তব্য করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরী।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে মেয়র বলেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিলে তা রাষ্ট্রীয় কোন আর্থিক অথবা নিরাপত্তার ক্ষতির কারণ হতো না। বরং, ভাষা বিতর্ক যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায় তার ফলে পাকিস্তান ভেঙে যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। পাকিস্তানিদের চক্রান্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো চৌকস ছাত্রনেতারা বুঝতে পেরে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। আবারো ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল ভাষা আন্দোলনের পক্ষে লিফলেট বিতরণ করায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে জেলে বসে বাংলা ভাষার দাবিতে অনশনও করেন বঙ্গবন্ধু। এভাবে বঙ্গবন্ধুসহ বাঙলা ভাষার পক্ষে লড়া সৈনিকদের প্রচেষ্টায় জনগণ বুঝতে পারে উর্দুকে ইসলামের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেবলই এলিট উর্দুভাষীদের নিজেদের ক্ষমতাকে সুসংহত করার চেষ্টা মাত্র। আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি এনে দিতে পারলেও বাঙালিরা বুঝতে পারলো তাদের 'পেয়ারা পাকিস্তানের স্বপ্ন' দু:স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ হলেও মূলত ভাষা আন্দোলনই আমাদের বুঝিয়ে দিল আমাদের স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র গঠন করতে হবে যার ভিত্তি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। মূলত জাতীয়তাবাদের প্রশ্নই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে স্বল্প সময়েই পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় দলে পরিণত করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বেশ ভালভাবেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাত ১২টা ০১ মিনিটে সিটি কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন মেয়র। এছাড়া এম এ আজিজ স্টেডিয়ামস্থ জিমনেশিয়াম মাঠে চসিক মেয়র, কাউন্সিলর এবং চসিকের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা সভায় অংশ নিবেন। দিবসটি উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। কর্পোরেশনভুক্ত মসজিদ সমূহে ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে।

চসিক একুশে বইমেলা মঞ্চে মরমি উৎসবের আলোচনা সভায় ড.ইফতেখার
আমিত্ব থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টাই মরমিবাদের মূলভিত্তি

আমিত্ব থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টাই মরমিবাদের মূলভিত্তি বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী। তিনি বলেন, বিশ্বের প্রায় সব ধর্মের সাধকেরা 'আমিত্বকে' প্রশ্ন করে করে মূলে পৌঁছে দেখেছেন, 'স্রষ্টাই সব', 'আমি' তাঁরই আনন্দময় একটি সুন্দর প্রকাশ মাত্র। স্রষ্টা থেকে আমি পৃথক নই। তাঁর থেকে পৃথক কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এই আমি চেতনা বা আমি-চিন্তা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টাই হলো মরমিবাদ এর একমাত্র লক্ষ্য সম্ভবত এ কারণে বলা হয়েছে, 'মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ্ আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ যে নিজেকে জানতে পারে, সে তার প্রভুকে চিনতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুর“ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ড় কি কবিতা কি গানে মরমিবাদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।কবিচিত্তের সাথে মরমীবাদের যোগ স্থাপিত না হলে কবি পরিচয় যেন যথার্থ হতে পারে না। আজ সোমবার বিকেলে অমর একুশে বইমেলা মঞ্চে মরমি উৎসবের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চসিক প্যানেল মেয়র মো গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মরমি গবেষক ড.সেলিম জাহাঙ্গীর, আলোচনা করেন ড. শামসুদ্দিন শিশির।

প্রধান বক্তা ড.সেলিম জাহাঙ্গীর বলেন,মরমী সাধকেরা চোখ বন্ধ করে অন্ড়র্দৃষ্টি ও গভীর চিন্ড়া-তন্ময়তার দ্বারা সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করতে প্রয়াস পান। এই প্রয়াসে মনীষা ও ভাবাবেগের এক প্রকার সংমিশ্রণ ঘটে। এই মিশ্রণের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ রূপক ও উপমা ছাড়া সম্ভব নয়। এই সহজ তত্ত্বের সহজ উপলব্ধি একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারাই সম্ভব। তিনি বলেন, লালন শাহকে আমরা তাঁর অফুরন্ড় সাধন-সঙ্গীতের ভাবরসে স্পষ্ট করে পাই। সুফি মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও মূলত তিনি ছিলেন বাউল তত্ত্ববাদী এক মরমী কবি।তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম হলো মরমিদের অভয়ারণ্য।

ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে ব্যবসা করার দায়ে ১০ ব্যক্তিকে ১৯ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন নগরীর কোতোয়ালী থানাধীন পাথরঘাটা, নজুমিয়া লেইন,বান্ডেল রোড ও জেল রোডের উভয়পার্শ্বের রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে টায়ারসহ বিভিন্ন মালামাল রেখে ব্যবসা করায় ও নির্মাণ সামগ্রী রেখে জনগনের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ১০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮